Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জাঙ্গপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য /০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

চক্রবর্ত্তী সাইকেল ষ্টোর

সাইকেল, টায়ার, টিউব, ছাদাগ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস্ বিক্রেতা ও মেরামতকারক।
নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।
রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজার (কদমতলা)

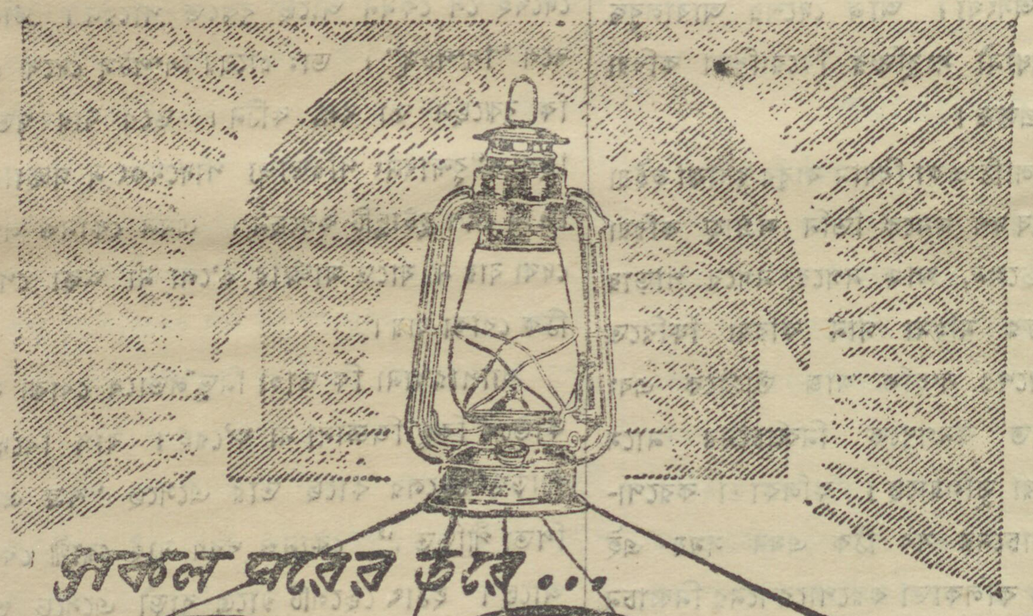

৪২শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২১শে চৈত্র বুধবার ১৩৬২ ইংরাজী 4th April. 1956 { ৪৫শ সংখ্যা

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

দূরের মানুষ কাছে হয়
ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ কাপড়ে পটীতে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

এখানে দি মডার্ণ হোমিও রিসার্চ ইনষ্টিটিউট কোম্পানী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত যাবতীয় হোমিও ইন্‌জেকশান এবং পেটেণ্ট ঔষধ কোম্পানীর দরে বিক্রয় হয়। ব্যবহারে ফল সুনিশ্চিত। এই মাত্র বাহির হইল ডাঃ সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয় কৃত হোমিও ও বাইওকেমিক মতে "বসন্ত চিকিৎসা" মূল্য মাত্র আট আনা।

হ্যানিম্যান হল
খাগড়া মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে চৈত্র বুধবার সন ১৩৬২ সাল।

"দশের লাঠি একের বোঝা"

—০—

কথাটি বাংলা দেশের একটি প্রবাদ বাক্য। একজন লোক দেশশুদ্ধ লোককে অগ্রাহ্য করিয়া কোন কাজে সফলকাম হইতে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত দশ জনের দ্বারস্থ হইয়া তবে নিস্তার পায়। দশ জন লোক যদি তাদের দশ গাছা লাঠি একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, একা লোকের পক্ষে তাহা বোঝা হইয়া পড়ে। ইহাই এই প্রবাদের মূল।

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাংলার বেতনভোগী কর্ম্মচারী হইলেও তিনি মনে মনে এই অহঙ্কার রাখিতেন যে এই প্রদেশে তিনি যাহা করিবেন তাহাতে অমত করার সাহস কোন লোকের নাই। পশ্চিম বঙ্গের রাজ দরবারে কংগ্রেসী সদস্যগণ সংখ্যা-গরিষ্ঠ হওয়ায় তিনি ভোটে ফেলিয়া অসম্ভবকে সম্ভব করিবার স্পর্দ্ধা লাভ করিয়া নিজেকে অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী বলিয়া মনে করিতেন। বাংলার প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়া আসিতেছেন—

অতি দর্পে হতা লঙ্কা
অতি মানে চ কৌরবাঃ।
অতি দানে বলির্বদ্ধঃ
সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং॥

অর্থ—অত্যন্ত দর্প হইয়াছিল বলিয়া লঙ্কেশ্বর রাবণ হত হইয়াছিলেন। অত্যন্ত মানের জন্য কৌরবেরা ধ্বংস হইয়াছিল। দৈত্যরাজ বলি অত্যন্ত দান করিতে গিয়া বামনরূপী নারায়ণকে ত্রিপাদ ভূমি দান করিতে বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা অনুরোগতেরা বলিয়াছেন কোন কাজেরই অত্যন্ত খুব কতৃক [illegible]

ডাঃ রায় খুব দম্ভের সহিত প্রায়ই বলেন—বিধানচন্দ্র কাহাকেও ভয় করে না। বিনয় তাঁহার কখনও কেহ দেখে নাই। তিনি পশ্চিম বাংলার মুখ্য অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী। ইচ্ছা করিলেই তিনি বাংলাকে যাহাকে ইচ্ছা দান, বিক্রয়, হেবা বা হস্তান্তর করিবার অধিকারী নহেন। তবুও তাঁহার স্বভাবগত দম্ভ বাংলাকে বিহারের সহিত সংযুক্তির মত দিবার সময় তাঁহার শাসিত প্রদেশের মন্ত্রী-সভার সভ্যগণকে বা সদস্যগণকে কিংবা বহুল প্রচার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের নির্ব্বাচক মণ্ডলীর মতামত লইবার সদ্বুদ্ধি হইতে বিরত করিয়া রাখিয়াছিল। এক দিকে পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ নির্ব্বাচক মণ্ডলী এবং অন্য দিকে তাঁহার অনমনীয় গোঁ এবং স্বার্থের জন্য যে সমস্ত পোঁ-ধরা তাঁহার কায়ার সহিত ছায়ার মত অনুকরণ করিয়া থাকে সেই সকল মুষ্টিমেয় লোক। আইন পরিষদে যেমন কংগ্রেসী দল সংখ্যা-গরিষ্ঠ এই মার্জ্জার লড়ায়ে অকংগ্রেসী দলই তেমনি অসংখ্য। আজ দেশের আবালবৃদ্ধ বনিতা এই বিধানী সংযুক্তির বিরোধিতা করিয়া জেলে যাইতে প্রস্তুত।

এই দশের লাঠি একা বিধান বাবুর বোঝা হইয়া পড়িয়াছে। যে দশ জনকে তিনি অগ্রাহ্য করিয়া দম্ভ দেখাইয়াছিলেন, আজ নগরে নগরে পাড়ায় পাড়ায় সংযুক্তির মহিমা গান করিয়া ফিরিতে হইতেছে। দশের সংহতি আজ তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুগত জনগণকে নির্ব্বাচনের নামে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। কলিকাতা করপোরেশনের নির্ব্বাচনের সব ঠিক এমন সময় এই আতঙ্ক তাঁহাকে কলিকাতা করপোরেশনের নির্ব্বাচন সাফল্যের সহিত ১ বৎসর পিছাইয়া দিয়া পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। যে যে মিউনিসিপালিটির নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেইখানেই কংগ্রেসী প্রার্থীদের অধিকাংশই "পপাত ধরণীতলে"। কোথাও কোথাও কংগ্রেসী বীর স্বতন্ত্র নাম লইয়া সমরে অবতীর্ণ হইতেছেন। ইহার মূলীভূত কারণ দশের কাছে একের দম্ভ।

বাংলা ও বিহারের মার্জ্জারের একটা হেস্ত নেস্ত করার জন্য ডাঃ রায় দিল্লীর সদর দপ্তরে গিয়েছিলেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহেরও এই সময় সদর কাছারীতে যাইবার কথা ছিল। তিনি যান নাই। এই বিহারী মুখ্যমন্ত্রীর গরহাজিরা যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে। ডাঃ রায়ও ব্যাপারটা কি হ'লো তা মুখ ফুটে সরলভাবে বল্‌ছেন না।

মামলা হার না জিত কি হ'লো অনুমানে বোঝা সাধারণের পক্ষে খুব কঠিন।

দুই সহোদর ভাই পৈত্রিক জমি জমা নিয়ে মামলা লড়ছে। কে হারলো, কে জিতলো, আন্দাজে বোঝা যায় না। পাড়া পড়শীরা তখনই বুঝতে পারে কে জিতলো, কে হারলো? যখন পোষ্ট অফিসের পিওন দুজনকেই দুখানা চিঠি দিয়ে গেল—একজন চিঠি পড়েই পিওনকে ডেকে ১৲ টাকা বখশিশ দিল তখনই পিওন বুঝতে পারলো খবর ভাল অর্থাৎ ইনি মামলা জিতেছেন। আর অন্য ভাই চিঠিখানা পাওয়া মাত্র বিমর্ষ হয়ে গালে হাত দিলেন।

ডাক্তাররা অনেক সময়ে রোগীর বাহ্যিক অবস্থা দেখেই সে কেমন আছে বুঝতে পারেন। তাকে বলে "সিম্পটম্"। ডাঃ রায়ের সিম্পটম্ দেখে কে কি বুঝছেন তা বলা কঠিন। তবে যাঁর স্বভাব ছিল—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি" তিনি বেশ ছুটাছুটি করছেন। এমন কোনও লক্ষণ দেখা যায় না যাতে মার্জ্জার হ'লো না অক্কা পেলে ঠিক বোঝা যায়।

ব্যাপারখানা কি তাহা নির্ভুলভাবে বোঝা যায় কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না ক'রেই। বাপ বিদেশে পীড়িত ছেলের কাছে তার এসেছে "শীঘ্র এসো পিতা পীড়িত।" কোনও খবর নাই রোগী কেমন আছে। হঠাৎ ছেলেটি রাত্রে বাড়ী এসেছে শুনে সব লোক তার বাড়ী খবর নিতে এসে দেখতে পেলে ছেলেটি কাছা পরে কাপড়ের খোঁটে একটা চাবি বেঁধে বাড়ীর বাহিরে এলো। হিন্দুর এই তো "করোনেশন" সজ্জা! সকলেই নিঃসন্দেহে জানলো ওর বাবা আর ইহলোকে নাই। তখন স্বজনগণের সঙ্গে শ্রাদ্ধাদির কথা হ'তে লাগলো। মার্জ্জার বাহাল না বাজেয়াপ্ত বুঝিবার কোন বিশেষ চিহ্ন নাই। কাজেই "আগে দেখে সপিণ্ডীকরণ তারপর হবে মরণ"।

———

ভাগীরথী

গত ১২ই চৈত্র সোমবার দোল-পূর্ণিমায় খাগড়া 'অশোকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস' হইতে "ভাগীরথী" নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র বাহির হইয়াছে। আমরা সহযোগীর স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।

জেলার শ্রেষ্ঠ শস্য উৎপাদনকারী রাজ্যপাল কর্ত্তৃক পুরস্কৃত

১৯৫৪-৫৫ সালের শ্রেষ্ঠ ফসল উৎপাদন প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ গম উৎপাদনকারী হিসাবে মুর্শিদাবাদ জেলার তিন জন অধিবাসী পুরস্কৃত হইয়াছেন। প্রথম স্থান অধিকার করেন নওদা থানার কামোদপুর গ্রামের অধিবাসী শ্রীআবদুল হক মণ্ডল। তিনি প্রতি একরে ৫১ মণ ৪ সের গম উৎপন্ন করিয়াছেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন ফরক্কা থানার বল্লালপুর গ্রামের অধিবাসী শ্রীমোস্তাফা আহাম্মদ এবং নওদা থানার সবদরনগরের অধিবাসী শ্রীবিশ্বনাথ বাজপাই। তাঁহারা প্রতি একরে যথাক্রমে ৪৯ মণ ৩৩ সের এবং ৪৯ মণ ১৩ সের গম উৎপাদন করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও বলরামপুরে জমিদার শ্রীরামরঞ্জন চৌধুরীর পুত্র শ্রীরাইকিঙ্কর চৌধুরী একর প্রতি ২২·৩৬ মণ শস্য উৎপাদনের জন্য বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। শ্রেষ্ঠ গম উৎপাদনকারীদের যথাক্রমে ১০০০৲, ৫০০৲ এবং ২৫০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।

গত ১৬ই মার্চ্চ কলিকাতা রাজভবনে একটি অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় পুরস্কার বিতরণ করেন।

জমির ক্ষতিপূরণ

জনসাধারণের প্রয়োজনে সরকার বহু ক্ষেত্রে জমি গ্রহণ করিয়াছেন বা জমি গ্রহণের কাজ সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে জমির দখল লওয়া হইয়াছে, কিন্তু মালিকগণকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নাই, এই মর্ম্মে সরকারের নিকট অভিযোগ করা হইয়াছে। অনুরূপ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দান ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে অনুরোধ করা যাইতেছে যে সব ক্ষেত্রে সরকার কর্ত্তৃক জমি গৃহীত হইয়াছে কিন্তু জমি গ্রহণের তারিখ হইতে ৬ মাসের মধ্যে মালিকগণকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নাই সেই সব ক্ষেত্রে মালিকগণ সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্ভব হইলে সম্পত্তি গ্রহণ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও নম্বর এবং ক্ষতিপূরণের অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া তাহা রাইটার্স বিল্‌ডিং এ ইন্‌ফরমেশন বুরোর ইন্‌ফরমেশন অফিসার শ্রীকে, কে রায়ের নিকট লিখিতভাবে দাখিল করিবেন অথবা তাঁহার নিকট ডাকে পাঠাইবেন। আদালত কর্ত্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া কোন জমি গ্রহণের কাজ স্থগিত রাখা হইয়া থাকিলে তাহা বাদ দিতে হইবে। (প্রেস নোট)

মশা ও মাছির উৎপাত

কিছুদিন হইতে এখানে মশা ও মাছির উৎপাত বাড়িয়াছে। সন্ধ্যাকালে মশার কামড়ে কাজ-কর্ম্মে ব্যাঘাত হইতেছে। আমরা এ বিষয়ে বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পরলোকগমন

গত ১৬ই চৈত্র শুক্রবার জঙ্গিপুরের প্রবীণ উকিল অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৭৮ বৎসর হইয়াছিল। তিনি সরল, সদালাপী ও নিরহঙ্কারী ছিলেন। তিনি একমাত্র কন্যা, জামাতা, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, দুই ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রী ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার বিয়োগবিধুর স্বজনগণের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ রিজিওন্যাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটি নিম্নলিখিত রুটে যাত্রীবাহী বাস চালানোর স্থায়ী পারমিট-এর জন্য নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন পত্র আহ্বান করিতেছেন।

আবেদন পত্র দাখিলের শেষ তারিখ ১৮ই এপ্রিল, ১৯৫৬। (১) বহরমপুর—সক্কাঙ্গপুর রুট রেজিনগর হইয়া (১টি) (২) ধুলিয়ান—নিমতিতা রুট (৩টি)

নোটিশ

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

৩। ১৯৫৬ স্বত্ব

বাদী—জাগুনপাড়া ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম্য সাধারণের পক্ষ হইতে ও স্বয়ং আবদুল আজিজ সেখ দিং সাং জাগুনপাড়া ডিং রঘুনাথগঞ্জ।

বিবাদী—ভক্তিভূষণ পাল দিং সাং জোতকমল

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করান যায় যে থানা রঘুনাথগঞ্জের সামিল জোতকমল মৌজার ৫৪৬ দাগের রাস্তা সর্ব্বসাধারণের রাস্তা হয়। বিবাদীগণ উক্ত রাস্তা মধ্যে উত্তর পূর্ব্ব ধারের ৫৬৩ দাগ দক্ষিণ পূর্ব্বে ৬২৯ দাগ পর্য্যন্ত লম্বা ৭০০ হাত প্রস্থ উত্তর মাথায় পূর্ব্ব পশ্চিমে ৬২ হাত মধ্য খণ্ডে ৬৫ হাত দক্ষিণে ২৬ হাত মকবুল সেখের দখলীয় স্থান বাদে যে স্থান বিবাদীগণ দখল করিয়া আছে তাহা স্বত্ব সাব্যস্তে ম্যাণ্ডিটারী ইনজাংসান প্রার্থনায় বাদী পক্ষ উপরোক্ত মোকর্দ্দমা করিয়াছে। ঐ মোকর্দ্দমায় কাহারও বাদী শ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা থাকিলে আগামী ১৮।৪।৫৬ তারিখের মধ্যে অত্রাদালতে উপস্থিত হইয়া বাদী শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

অদ্য ৪।৪।৫৬ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া হইল।

By order of the Court,
M. N. Roy.
Sharistadar Munsif's Court,
Jangipur.

বিজ্ঞাপন

আমি ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে আমার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষালের নামে একখানা আমমোক্তারনামা সম্পাদন করিয়াছিলাম। তাহাতে আমার স্বার্থের প্রভূত হানি হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে উক্ত আমমোক্তারনামা আমি নাকচ, রদ ও বাতিল করিলাম। শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষাল আমার সম্পত্তি সম্বন্ধে বা আমার পক্ষে কোন কার্য্য করিতে পারিবে না ও তাহার কোন কার্য্য দ্বারা আমি বাধ্য হইব না। ১৯।৩।৫৬

রামপ্রসাদ ঘো

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ গন্ধসারে সুবাসিত এই পরিস্কৃত ক্যাস্টর অয়েল কেশের সৌন্দর্য্য বর্ধনে অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও ইউনিয়ন বোর্ড, ব্যাঙ্ক, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ-

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট:—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দর রূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।